৭.৭.২০২১ বাহন তত্ত্ব এবং অবয়বের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

38. ধর্ম নিরপেক্ষ সূক্ত কাকে বলে?

⇒ অবয়ব প্রধানত বিভিন্ন দেবতার স্তুতি মূলক। এই অবয়ব মূলত দেবস্তুতি মূলক হলেও এবং অবয়ব মূলত ধর্মমূলক হলেও এখানে কখন কিছু উল্লেখ পাওয়া গেলে এবং অবয়ব সূক্ত আছে যেটা সূক্ত গুলিতে দেবতা বিষয়ক কোনো মূল স্থান লাভ করেনি। ধর্মের সাথে এই সূক্ত গুলির কোন সম্পর্ক সংস্রব নেই। যদিও ধর্মাত্মক সূক্তের তুলনায় এই জাতীয় সূক্তের সংখ্যা অল্প — তথাপি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে এদের মূল্য অপরিসীম। ধর্মের সাথে প্রত্যক্ষ যোগ নেই এমন এই জাতীয় সূক্ত গুলিকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত।

39. ঋগ্বেদের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্ত কি জানতে পারা যায়?

⇒ ঋগ্বেদের ধর্মনিরপেক্ষ সূক্তে বিভিন্ন নীতি উপদেশ পাওয়া যায়, তত্ত্ব জানা যায়, ইন্দ্রজাল মূলক বিষয়ে অবগত হওয়া যায়, তৎকালীন মানুষের জীবন যাত্রা প্রণালি, ভারত বর্ষের প্রাচীন তম চিন্তাধারা, ব্যবসা বাণিজ্য ও সংস্কৃতিকে জানার জন্য যায়।

40. ভেকের স্বরকে অতিরাত্র নামক যাগের শস্ত্রধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে কোন মন্ডলের?

⇒ ভেকের স্বরকে অতিরাত্র নামক সোম যাগে স্তুতি বর্গের উচ্চারিত শস্ত্রধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মন্ডলে। সপ্তম মন্ডলের ১০৩ সংখ্যক সূক্তে ৭ নং মন্ত্রে ভেকের স্বরকে অতিরাত্র নামক যাগের শস্ত্র ধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

* সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ নং সূক্তকে ভেকসূক্ত বলা হয়।

41. ঋগ্বেদের ইন্দ্রজাল মূলক সূক্তের বিষয়বস্তু কি?

⇒ ঋগ্বেদে ইন্দ্রজাল মূলক সূক্তের সংখ্যা এই ইন্দ্রজাল মূলক সূক্ত গুলি - রোগ নিরাময়ের জন্য তন্ত্র সমান বলে থাকে। শুধু তাই নয় ইন্দ্রজাল মূলক সূক্তের বিষয় বস্তু - বাস্তুতে গোরু - বিস্তারিত ভাবে অবশ্যই বিকার রোগ নিরাময়ের জন্য, অন্ধত্ব দূরীকরন, কৃষ্ণ নাশ এর জন্য, বিষের প্রভাব দূর করার জন্য, লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য, অনিদ্রা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, যুদ্ধে জয়লাভের জন্য। সুতরাং হল ইন্দ্রজাল মূলক সূক্তের বিষয় বস্তু।

42.

## অক্ষসূক্ত

42. অক্ষসূক্তের বিষয়বস্তু কি?

⇒ অক্ষসূক্ত হল ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৪ নং সূক্ত। ~~এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সূক্ত গুলির~~ অক্ষসূক্তের বিষয়বস্তু অক্ষ ক্রীড়া প্রতি এক হতভাগ্যের করুন বিলাপ এই সূক্তের মূল বিষয়। অক্ষক্রীড়ার প্রতি দুনিবার আকর্ষণ বশত সে সর্বস্বান্ত হয়েছে - অক্ষক্রীড়ার আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারেনি। পরিবারের সকলে এবং আত্মীয় স্বজন তাকে ত্যাগ করেছে। তাকে অপরের বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে হয় অবশেষে অনুতপ্ত জুয়ারি তার ভুল বুঝতে পেরে কৃষি কার্য আত্মনিয়োগ শ্রেয় বলে মনে করেছে। তাই বলা হয়েছে (13 নং) অক্ষপরিহাদিব্য - - -

43. দানস্তুতি ও দানস্তুতি কি?

⇒ দানস্তুতি ও দানস্তুতি জাতীয় সূক্ত গুলিকে ঋগ্বেদের সূক্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ধনি রাজন্য বর্গের ক্ষেত্রে যাজ্ঞিকের কর্তব্য সম্পাদনের জন্য ঋষিরা স্তুতি দক্ষিণা দাবি করতেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের দক্ষিণে সন্তুষ্ট হয়ে ঋষিরা যেই দানের যেমন প্রশংসা করতেন, তেমনি যে দান করলে সেই দাতারা প্রশংসা করতেন। দাতার স্তুতিমূলক সূক্ত গুলিকে বলা হয় দানস্তুতি।

দানের প্রশংসা সূচক সূক্তগুলিকে বলা হয় দানস্তুতি

44. সংবাদসূক্ত কি?

⇒ সংগ্রহ মূলত ধর্মমূলক গ্রন্থ হলেও এতে কয়েকটি প্রায় 20 টি সূক্ত পাওয়া যায় যেগুলি কথোপকথন আকারে রচিত। কথোপকথন আকারে রচিত সূক্তগুলির কোনটিই দেবতার স্তুতিমূলক নয়। এদের রচনা রীতি অন্যান্য সূক্ত অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পারস্পরিক কথোপকথনাত্মক আকারে রচিত। সংগ্রহে পারস্পরিক কথোপকথন আকারে রচিত প্রায় 20 টি সূক্তকেই একত্রে বা সূক্ত সমূহকে সংবাদসূক্ত নামে অভিহিত করা হয়।

45. কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সূক্তের উল্লেখ করো?

⇒ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংবাদ সূক্তগুলি হল — পুরূরবা উর্বশী সংবাদ, সরমা-পণি সূক্ত, অগস্ত্য লোপামুদ্রার কথোপকথন, ইত্যাদি।

দশম মণ্ডলের 10 নং সূক্ত, (পুরূরবা উর্বশী সংবাদ সূক্ত)
" " 108 নং সূক্ত (সরমা-পণি সূক্ত)
প্রথম " ~~179~~ 179 নং সূক্ত (অগস্ত্য লোপামুদ্রার কথোপকথন)

46. ধন্য-ধন্যী সংবাদ পুরুর বিষয়বস্তু কি?

⇒ সপ্তম খণ্ডের ১০ তম পুরুষটি বিখ্যাত ধন্যধন্যী সংবাদ পুরু। সৃষ্টির আরম্ভে নির্জন স্থানে আত্মতুষ্যা জাগি পাত্নীসহ বেড়াচ্ছে তার ভ্রাতা ধন্যের পুত্রে দৈহিক মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। দুজনকে অবিদ্ধ মিলনে লিপ্ত হওয়ার জন্য ধন্যী অনেক বাক্য-তুষ্টির মিলন মিলনী যে অর্বুদ তা ধন্যীকে ধারণ করিয়ে দিয়ে শেষ অন্যায় কাজগুলো থেকে তাকে মুক্ত তাই নয় ধন্যীকে অন্যান্য পুত্রদেরকে বরণ করার জন্য

47. পুরুরবা-উর্বশী সংবাদসূক্ত সম্পর্কে যা জান লিখ?

= পুরুরবা উর্বশী কথোপকথনাত্মক সংবাদসূক্ত সংবাদ সূক্তগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (ঋ: দশম মণ্ডলের ৯৫ তম সূক্ত) ঘৃতের রাজা পুরুরবা স্বর্গে অপ্সরা উর্বশীর প্রেমে আবদ্ধ হয়ে চার বছর তার সাথে সঙ্গ সুখে অতিবাহিত করেন। গর্ভবতী উর্বশী একদিন অন্তর্হিত হন। উর্বশী প্রেমে পুরুরবা প্রিয়তমার অন্বেষণে বেরিয়ে কোন এক সরোবরে অপ্সরা সখিদের উর্বশীকে বিহার করতে দেখেন প্রধান দেবের কথোপকথনেই এই সূক্তের মূল বিষয়বস্তু। উর্বশীর বিরহে পুরুরবা প্রাণ ত্যাগ করলে উর্বশী তাকে নিদিত্বও করেছিলেন। এটি হচ্ছে পুরুরবা উর্বশীর সংবাদ সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।

* কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে কি পুরুরবা উর্বশীর কাহিনী লেখা আছে?

= শতপথ ব্রাহ্মণের ১ কাণ্ডের আকারে এই কাহিনীটি বর্ণিত আছে।

48.

48. সার্বজনিক সূক্ত কি?

⇒ ঋগ্বেদের বিভিন্ন বিষয় ও সার্বজনিক সংস্কৃত সূক্তের সংখ্যা যথেষ্ট আছে। বৈদিক ঋষিগণ জগৎ সৃষ্টি রহস্যের সম্বন্ধে বুঝতে না পেরে তাদের কল্পনাগতের জিজ্ঞাসার উদ্ভব হয়েছিল। সত্য দর্শনে উদ্ভাসিত তাদের জ্ঞান অবিদ্য জ্ঞানের বস্তু থেকে বিদ্যজ্ঞানে উৎক্রান্তি অনুধ্যান করেছে। তাদের এই সত্য উপলব্ধি, সকল ক্ষেত্রে সার্বজনিক সূক্ত রূপে উপস্থাপিত। সৃষ্টির এই প্রথম অবস্থায় যে অব্যক্ত অচিন্ত্য বৈদিক ঋষিগণ তা অনুভব করেছিলেন তাই হল সার্বজনিক সূক্ত।

49. কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সার্বজনিক সূক্ত উল্লেখ করো?

⇒ ঋগ্বেদের বহু আলোচিত সার্বজনিক সূক্ত গুলির মধ্যে বহু উল্লিখিত সার্বজনিক সূক্ত হল পুরুষ সূক্ত ১০/৯০, দেবীসূক্ত ১০/১২৫, রাত্রি সূক্ত ১০/১২৭,

50. হিরন্যগর্ভের বিষয়বস্তু সূক্তের বিষয়বস্তু কি?

⇒ ১০ ম মন্ডলের ১২৯ সংখ্যক সূক্তটি হিরন্যগর্ভ সূক্ত। সার্বজনিক সূক্ত সমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বহুদেবতার অস্তিত্বের সন্ধিস্থান ঋষি এই সূক্তে হিরন্যগর্ভকে জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি কর্তা এবং পালন কর্তা রূপে স্তবন করেছেন।

"হিরন্যগর্ভ সমবর্তাগ্রে - ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
প্রথম নজরে মনের মধ্যে উক্তিতে "কশ্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" এই আমাতে ধরণী সৃষ্টির অন্তরালে দেবতার অস্তিত্বে সংশয় প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার এটাও হতে পারে এই যে কস্মৈ এই 'ক' শব্দ দ্বারা এখানে হিরন্যগর্ভ নামক সৃষ্টি কর্তার অনুভব প্রকাশিত হয়েছে। এই হিরন্যগর্ভের ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে পরম পুরুষ রূপে জগতের একমাত্র অধিশ্বর রূপে চিহ্নিত হয়েছেন।

১১. হিরণ্যগর্ভ সূক্তের বিষয়বস্তু কি?

⇒ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সর্বমোট সূক্ত গুলির মধ্যে হিরণ্যগর্ভ সূক্ত ১০/৭০ সংখ্যক সূক্ত। হিরণ্যগর্ভ সূক্তে প্রজাপতি বিশ্বকর্মার আলোচনা আছে। সৃষ্টির সূচনায় হিরণ্যগর্ভ নিজেকে সিংহাসন করেছিল। তিনি এই সকল মতো স্থানের একমাত্র বিশ্ব প্রাণস্বরূপ পরিণত হয়ে তার কার্যাবলি বর্ণনা করেছিলেন আছে এই সূক্তে। জগতের যা কিছু সৃষ্টি সমস্ত সবেই এই হিরণ্যগর্ভ। তার দান হোক ইন্দ্র, চন্দ্র থেকে সূর্য, সুখ থেকে ইন্দ্রও অগ্নি এবং স্বর্গ থেকে বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে। তিনি বিশ্বরূপ হয়েছে সৃষ্টির। হিরণ্যগর্ভ সূক্তের এই ভাবই পরবর্তীতে দর্শনিকদের আলোচিত হয়েছে। দেবী পৃথিবী হচ্ছেন তিনি সৃষ্টির জন্য বাক্যদেবীর সঙ্গের সঙ্গে একাত্মতা। অন্তরের কারণ নিজেকে সর্বনিয়ন্তা ও সর্ব নিয়ন্তা বলে ঘোষণা করেছেন। এই হিরণ্যগর্ভ সূক্তের বিষয় উপস্থিত দেখে তিনি বিশ্বরূপতে দেখি তিনি আকাশ সৃষ্টির করেছেন। এই আকাশ এই জগতের অন্তরে বিরাজ, সমুদ্রের জল তার স্থান থেকে তিনি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হন। নিজের সমুন্নত দেহ ধারণ তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করে থাকেন। দর্শনিকদের মধ্যে যে বিশ্বের উৎপত্তি, বিশ্বরূপ ও বিশ্বাতিত রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে তার বীজ নিহিত আছে এই সূক্তটিতে।

১২. নাসদীয় সূক্তের বিষয়বস্তু?

⇒ ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত দশম মণ্ডলের ১২৯তম সূক্ত। এখানে সৃষ্টিতত্ত্বের উক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। ঋগ্বেদের এই নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টি বিষয়ক ধ্যান ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা এবং আত্মার অস্তিত্ব এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে সৎ, অসৎ —

ঋত, অমৃতত্ব, দিন, রাত্রি কোন কিছুই ছিলনা। সমস্ত পৃথিবীর ছিল অন্ধকার ও জলে পরিপূর্ণ, বৈদিক ঋষিদের অনুভূতিতে ধরা পড়েছে এক গহন শূন্যের চিত্র কিছুদিন পৃথিবীর এক অব্যক্ত অবস্থার চিত্র। প্রকৃতির যে প্রকৃষ্টরূপকে ঋষিরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন সেটি কিন্তু কারণ নয় কার্য মাত্র। তাহলে সৃষ্টি হল আদি কারণটি কি? কিন্তু এই চরম রহস্যের উত্তর মানুষের সাধ্য নয় তাই ঋষিরা স্বীকার করেছেন। সেই পরম সত্যকে জানার অধ্যয়তা। সেই পরম সত্যকে জানার জিজ্ঞাসা চিত্তের আকার ঋষির অন্তরে এক বিরাট জিজ্ঞাসা সৃষ্টির রহস্য ধারণ করেছে এবং ঋষিরা চিরকাল সৃষ্টির রহস্য জানার জন্য ব্যকুল হয়েছেন। ঋগ্বেদ ঋষি সমস্ত তাদের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়েছে অস্য থেকে সৃষ্টির রহস্য নানাবিধ প্রশ্ন সেই তত্ত্বই সতের উৎপত্তি অস্য থেকে সতের উৎপত্তির তত্ত্বই ঋত প্রকাশিত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

53. বেদাধ্যয়ন বিধি কাদের কর্তব্য?

⇒ বেদাধ্যয়ন বিধি গ্রন্থ বর্নে ব্রাহ্মনের প্রকৃত কর্তব্য এই গ্রন্থ মনই ঘামের উপনয়ন সংস্কার আছে একমাত্র তারাই বেদ পাঠের প্রকৃত অধিকারি। স্ত্রী লোক ও শূদ্রের বেদপাঠের কোন অধিকার নেই। কারন এদের উপনয়ন সংস্কার বিধি নেই।

54. বৃহদেবতা কার রচনা?

⇒ বৃহদেবতা গ্রন্থের রচয়িতা ঋষি শৌনক এতে সকল বৈদিক দেবতার উল্লেখ আছে।

55. চার বেদের পুরোহিতের নাম কি?

⇒ ঋগ্বেদের পুরোহিতের নাম হোতা।
সামবেদের " " উদ্গাতা।
যজুর্বেদের " " অধ্বর্যু।
অথর্ববেদের " " ব্রহ্মা

56. ঋগ্বেদের কয়েকজন ভাষ্যকারের নাম লেখ?
⇒ ঋগ্বেদের কয়েকজন ভাষ্যকার হলেন - সায়নাচার্য, ভট্টভাস্কর, নারায়ণ, বেঙ্কট মাধব, সিদ্ধানন্দ সরস্বতী

57. ঋগ্বেদের প্রধান পুরুষ ও স্ত্রী দেবতাগণ কারা?
⇒ পুরুষ দেবতা - অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, রুদ্র, ধাতা, প্রমুখ।
স্ত্রী দেবতা - সরস্বতী, উষা, পৃথিবী, রাত্রি, প্রমুখ।

58. ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণের নাম কি?
⇒ ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণ এবং কৌষীতকি হচ্ছে শাঙ্খায়ন।

59. ঋগ্বেদের আরণ্যকের নাম কি?
⇒ ঋগ্বেদের আরণ্যক ঐতরেয় আরণ্যক, এবং কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন আরণ্যক।

60. ঋগ্বেদের উপনিষদের নাম কি?
⇒ ঋগ্বেদের উপনিষদ হল- ঐতরেয় উপনিষদ, কৌষীতকী উপনিষদ, বাষ্কলোপনিষদ।

61. ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থের নাম কি? (ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্য গুলি কি কি)?
⇒ শাকলীয় শিক্ষা এবং শাকল প্রাতিশাখ্য গুলি কি কি।

62. ঋগ্বেদের কল্পসূত্র সম্পর্কে যা জানো লেখ?
⇒ ঋগ্বেদের কল্প সূত্রের মধ্যে শ্রৌত সূত্র হল আশ্বলায়ন এবং কৌষীতকী বা শাঙ্খায়ন এই দুটি হচ্ছে শ্রৌত সূত্র। ঋগ্বেদের কল্প সূত্রের মধ্যে গৃহ্য সূত্র তার আশ্বলায়ন ও শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকী এবং দাক্ষ। ~~এবং ধর্মসূত্র আছে একটি~~ - ঋগ্বেদের কল্পসূত্রের মধ্যে ধর্মসূত্র আছে একটি বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র এবং এই বেদের কোন শুল্বসূত্র নেই।

1. সাম শব্দের অর্থ কি? এই বেদের কয়টি শাখা ও কি কি?

⇒ সাম শব্দের অর্থ গান বা গীতি। ঋগ্বেদের সামবদ্ধ ছন্দ গুলিতে সুর যোগ করলে সাম মন্ত্র হয়। সায়নাচার্য মতে- 'গীতিরুসা সমুদ্রা সামাখ্যা'।
সামবেদের শাখা ৩টি। রানায়নীয়, কৌথুমী, জৈমিনীয়

2. সামবেদের মোট কয়টি মন্ত্র আছে?

⇒ সামবেদের মোট মন্ত্র সংখ্যা ১৮১০।
আবার অন্যমতে সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা- ১৫৪৯
সামবেদের মন্ত্র গুলির মধ্যে ঋগ্বেদ মন্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে ১৭৫৫ টি।

3. স্তোত্র কাকে বলে?

⇒ ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি দ্বারা দেবতাদের আহ্বান করা হয়। সামবেদের মন্ত্রের দ্বারা দেবতাগণের স্তুতি দান করা হয়। গীত বা গানের সহযোগে স্তুতি উচ্চারণ করলে তাকে স্তোত্র বলা হয়। এই স্তোত্র উদ্গাতা ও তার সহকারী গান স্তুতি গান করেন।

4. উপলব্ধ সামবেদ সংহিতা দুটি ভাগে বিভক্ত- ① আর্চিক বা পূর্বার্চিক ② উত্তরার্চিক

5. আর্চিক কাকে বলে?

⇒ মন্ত্র ও গানের সংগ্রহের নাম আর্চিক অংশ বা পূর্বার্চিকও বলা হয়।

6. আর্চিক এর সাথে যুক্ত সামগানের কয়টি গ্রন্থ আছে?

⇒ আর্চিক এর সঙ্গে যুক্ত সামগানের ৪ টি গ্রন্থ আছে। ① গ্রামগেয়গান ② অরণ্যগেয়গান ③ উহ্যগান এবং ④ উহ্যগান।

7. গ্রামগেয়গান কাকে বলে?

⇒

→ যে সকল সামগান গ্রামে গাওয়া হত সেগুলিকে বলা হয় গ্রামগেয়গান।

8. অরণ্যগেয়গান কাকে বলে?

→ যে সকল সামগান গ্রামে নিষিদ্ধ অরণ্যে নিভৃতে সুরের সঙ্গে নিয়ে করতে হত, তাকে ~~অরণ্য গে~~ অরণ্যগেয় গান বলে।

9. উহ্য ও উহ্য গান সম্পর্কে কি জান লেখ?

→ ছন্দে সামগানের যে একা অনুসরন করতে হয় তার নির্দেশ আছে উহ্য এবং উহ্য নামক গ্রন্থে দুটি-তে। উহ্যে আছে গ্রামগেয় গানের কথা আর উহ্যে আছে অরণ্যগেয় গানের নির্দেশ।

* গ্রামগেয় গান হয় আর এক নাম প্রকৃতিগেয় গান।

এবং উহ্য গান হয় আর এক নাম রহস্য গান

10. আর্চিক এর বিভাগ সম্পর্কে কি জান লিখ?

⇒ এক একটি আর্চিক ৫টি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রতিটি প্রপাঠকে ১০টি করে খণ্ড আছে। এই ১০টি করে খণ্ডের সঙ্কলনকে দশতি বলা হয়ে থাকে।

11. প্রপাঠক কি?

⇒ আর্চিকের একটি বিভাগ হল প্রপাঠক। এই আর্চিকে ৫টি করে প্রপাঠক থাকে। প্রতিটি প্রপাঠকে ১০টি করে খণ্ড আছে।

12. সপ্ততি কয় ভাগে বিভক্ত?

⇒ সপ্ততি তিনভাগে বিভক্ত। গ্রাম, আরণ্যক, উত্তরা।

13. ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডল। এই মন্ডলে 43টি অধ্যায় আছে এবং 400 মন্ত্র আছে। প্রত্যেকটি মন্ত্রে আছে তিন চরণ এবং প্রত্যেকটি চরণে ৪ অক্ষর আছে।

14. পণ্ডিত জগতে সামবেদ এর ভূমিকা কতখানি?
⇒ ঋগ্বেদ অনুসারে সামবেদের কথিত আছে সামগান ৫ ভাগে বিভক্ত ① দিঙ্কার ② হিংকার ③ প্রস্তাব ③ উদ্গীথ ④ প্রতিহার ⑤ নিধান। অনেক পণ্ডিত কাশ্য ঋষিদের মতে হিংকার প্রস্তাব এবং উদ্গীথ বর্তমানে প্রচলিত গানের ধ্বনি অক্ষর আভোগের সমতুল্য। ভারতীয় সঙ্গীতে সামবেদের অবদান সর্বাধিক স্বীকৃত।

সংক্ষেপে
15. অনুক্রমণী বলতে কি বোঝায়?
⇒ প্রত্যেক সূক্তের ঋষি, দ্রষ্টা, ছন্দ, ও উদ্দিষ্ট দেবতার নাম অনুক্রমণীতে উল্লিখিত। ঋগ্বেদ সংহিতার 10টি মন্ডলের সূক্ত ও ঋষিগণের নাম অনুক্রমণী রয়েছে এতদ্ভিন্ন আরণ্যক। এবং এগুলির দ্বারা অন্যান্য অনুক্রমণীর দ্বারা সূক্ত গুলি ঋষি, দেবতা, ছন্দ, সমসংখ্যা ও স্বরসংখ্যা রক্ষিত হয়েছে।

16. ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলে দেবতাদের সম্পর্কে কি জানা যায়?
⇒ ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলের সূক্ত সংখ্যা 43। প্রসিদ্ধ গায়ত্রী সূক্ত বা ইন্দ্রসূক্ত এই দ্বিতীয় মন্ডলে আছে। ইন্দ্র ছাড়াও এই মন্ডলে প্রসিদ্ধ আছে রুদ্র, আদিত্য, বরুণ, অগ্নি, মরুদ্গণ প্রভৃতি দেবতা। এই মন্ডলের ঋষি ভৃগু বংশীয় গৃৎসমদ এবং তার বংশধর গণ।

17. বেদে সর্বপ্রথম গণপতির উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়?

⇒ ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের অন্তর্গত ১৫৫ ~~[illegible]~~ সূক্তের ২য় ও ৩নং সূক্তটিতে সর্বপ্রথম গণপতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

* সন্ততির মধ্যে ষষ্ঠ সন্ততিতে ৫টি চন্দ্র আছে।